

লেখকের লিখিত গ্রন্থাবলীঃ-

- ১। তোহফায়ে কালিমী (যিকির সম্পর্কিত)।
- ২। মুনকাশিফ (মুনশায়েব এর শারাহ)।
- ৩। কাশফুল আদাব (ফায়যুল আদাব-এর শারাহ) প্রথম খন্ড।
- ৪। আযীযুল আদাব (মাজানীউল আদাব-এর শারাহ)
- ৫। এ'তেকাফের নিয়ম ও মসায়েল।
- ৬। নাগমাতে কালিমী (নাত ও গজলের বই)।
- ৭। নাগমাতে আযীযী। (নাত ও গজলের বই)
- ৮। তাযকেরায়ে মাশায়েখে পাডুয়া।
- ৯। ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়।
- ১০। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।
- ১১। ইমামের অনুসরণে কেৱাতের হুকুম।
- ১২। হুযূর আ'লা হযরত -এর মহান ব্যক্তিত্ব।
- ১৩। ফুরফুরা পস্থীদের হাক্কীক্বত।
- ১৪। রুকূর আগে ও পরে হাত তোলার বিধান।
- ১৫। মহিলাদের সাজ-সজ্জা ও তার বিধান।
- ১৬। দাওয়াত ইলাল খাইর কে কাময়াব তারিক্কে
- ১৭। চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান।
- ১৮। নাগমাতে আযীযী। (উর্দূ)

প্রকাশনায়ঃ- **সেরাজিয়া দারুল ইশায়াত**
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা, পংবঃ ভারত।
M. 9734135362

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান



-ঃ লেখক :-

আযীযে মিলাত

মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

প্রকাশনায়ঃ- **সেরাজিয়া দারুল ইশায়াত**
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা, পংবঃ ভারত।
M. 9734135362

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান

-ঃ লেখক ঃ-

আযীযে মিল্লাত

মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

বড় বাগান, মানিকচক, মালদা।

মোবাইল নং- ৯৭৩৪১৩৫৩৬২

শিক্ষকঃ-

মাদ্রাসা মাদীনাতুল উলূম

খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা।

পঃ বঃ, ভারত।

ইমামঃ-

পাঁচতলা জামে মসজিদ

ঘাড়িয়ালিচক, কালিয়াচক, মালদা।

পঃ বঃ, ভারত।

প্রকাশনায়ঃ-

সেরাজিয়া দারুল ইশায়াত

বড় বাগান, মানিকচক, মালদা, পঃবঃ ভারত।

প্রথম প্রকাশঃ- জুলাই ২০২১

মূল্যঃ 32 টাকা মাত্র।

প্রকাশন সংখ্যাঃ- ২০০০ কপি

সূচীপত্র

ক্রমিক নং

বিবরণ

পৃষ্ঠা নং

১:- ভূমিকা		
২:- অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের অবস্থা।	৮
৩:- প্রথম অবস্থা।	৮
৪:- দ্বিতীয় অবস্থা।	৯
৫:- তৃতীয় অবস্থা।	৯
৬:- চতুর্থ অবস্থা।	১০
৭:- পঞ্চম অবস্থা।	১১
৮:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার কারণসমূহ।	১১
৯:- প্রথম কারণ।	১১
১০:- দাঁড়িয়ে নামায পড়ার গুরুত্ব।	১১
১১:- কোন অবস্থায় কেয়াম (দাঁড়ানো) মাফ হয়।	১৪
১২:- প্রথম কারণের ধর্মীয় বিধান।	১৬
১৩:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার দ্বিতীয় কারণ।	১৬
১৪:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার তৃতীয় কারণ।	১৯
১৫:- সাজদার হাকিকত।	২০
১৬:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার চতুর্থ কারণ।	২১
১৭:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার পঞ্চম কারণ।	২১
১৮:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার ষষ্ঠ কারণ।	২১
১৯:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার সপ্তম কারণ।	২২
২০:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার অষ্টম কারণ।	২৩
২১:- চেয়ারে বসে নামায পড়ার ক্ষতিসমূহ।	২৪
২২:- কোন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায পড়তে পারবে।	২৬
২৩:- জমিতে নামায আদায় করার গুরুত্ব।	২৬
২৪:- চেয়ারে লাগানো তক্তার উপর সাজদা করার বিধান।	২৬

২৫:-	চেয়ারে বসে কিভাবে জামাতে নামায পড়বে।	২৭
২৬:-	জামাতের ক্ষেত্রে চেয়ার কিভাবে রাখবে।	২৮
২৭:-	নামাযের ফিদয়া (বদলা)	২৯
২৮:-	ফিদয়া আদায়ের হিলা	৩০
২৯:-	সকলের জন্য ফিদয়া আদায় করা উচিত	৩১
৩০:-	মহিলাদের জেনে রাখা উচিত	৩২

উৎসর্গ

- ফেক্বা শাস্ত্রের কর্ণধার হযরত ইমামে আযাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত কুফী।
- গাওসে সামদানী, কুতবে রাব্বানী, বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী, বাগদাদী।
- আয়েনায়ে হিন্দ আখী সেরাজুদ্দিন উসমান আউধী সাদুল্লাহ পুর, মালদা।
- আলা হযরত ইমাম আহমাদ রাযা বারেলী শারীফ, (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)।
- সমস্ত শিক্ষক মন্ডলীগণ যাদের অশেষ করুণার দ্বারা এই অধম ধর্মের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছে। এবং আমার গোত্রের ছোট বড় সকল, বিশেষ করে আমার দাদা, দাদী নানা, নানী এবং ভাই বোন যারা ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল গমন করেছে। তাছাড়া আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা ও পিতা যাদের নেক দোয়া ও স্নেহের দ্বারা এই অধম লালিত-পালিত হয়েছে। আমি আমার লেখনীর দ্বারা সঞ্চিত ও অর্জিত সমস্ত নেকী তাঁদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

৭, যিক্বাদা ১৪৪২ হিঃ

১৮ জুন ২০২১ খ্রীঃ রোজ

শুক্ৰবার।

অভিমত

বাংলার গৌরব শেরে রাযা মুনাযিরে আহলে সুনাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আলিমুদ্দিন রেজবী (আতাল্লাহ তা-আলা উমরাহু অ-ফাযলাহু)

এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড.।

শিক্ষকঃ নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله والصلوة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد

পশ্চিমবঙ্গের তরুণ লেখক, দারসে নেযামিয়ার দীর্ঘদিনের সফল শিক্ষক, বক্তৃতা যুগ উপযোগী উপস্থাপক ও ইসলামী গবেষক, আযিযে মিল্লাত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী সুল্নীউল ক্বাদেরী, বিরচিত "চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান।" নামক গবেষণা মূলক পুস্তকটির কিছু অংশ পরে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিষয়টি আধুনিক তো বটেই বহু এলাকায় বর্তমানে বিতর্কিতও। কোন কোন ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায পড়া যাবে আর কোন কোন ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায পড়া যাবেনা, কোরআন ও হাদীসের আলোকে পক্ষে-বিপক্ষে সমস্ত দলিল ও যুক্তি সরল ও সহজ ভাষায় খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে অনেকটাই সফল হয়েছেন লেখক। সত্যি যদি স্বহৃদয় পাঠক/পাঠিকা মনোযোগ সহকারে পুস্তকটির আদ্যপ্রান্ত পাঠ করেন, তাহলে তারা এক তথ্যবহুল নতুন পথের দিশা পাবেন বলে আমি আশাবাদী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হবিবের ওসিলায় গাওসো খাজা রাযা হামিদো মুস্তাফার সাদকায় লেখককে যেন এই ধরনের আরো বেশী বেশী পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে দ্বিনি খিদমত করার তাওফীকে রাফীক্ব দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

ইতি-

খাদিমে মাসলাকে আলা হযরত

মুফতী মোঃ আলিমুদ্দিন রেজবী

তাং ১০ই জুন ২০২১

রোজ-বৃহস্পতিবার

ক্বোরআন ও হাদীসের পণ্ডিত, মুফতীগণের শিরোমনি শাইখুল হাদীস হযরত আল্লামা মুফতী **ওয়ালেজুল হক মিসবাহী** (রাজমহল, শাইখুল হাদীসঃ মাদ্রাসা রেজবীয়া পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ি, মালদা- এর কলমে।

মানব সৃষ্টির মধ্যে নিহিত আছে বিশৃ বিধাতার ইবাদাত ও বান্দেগী যা শতাধিক নিয়ম-নিতিগুলির মধ্য দিয়ে সাধিত হয়ে থাকে।

অত্র ইবাদাতগুলির মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে নামায। নামায এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ সাধনা যা কুফুর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রেখা অঙ্কন করে ধর্মকে অখুল রাখতে সহায়ক হবে, পাপ মোচন করে স্বর্গবাসী করবে, কেয়ামত কালে নূর, দলীল এবং পরিত্রান প্রাপ্তির বলিষ্ঠ মাধ্যম হয়ে পরকালকে জ্যোতির্ময় করবে এবং বিশৃ স্রষ্টা মহান আল্লাহর নিকটস্থ করে নিজের অন্তরঙ্গ ও ক্রান্তিকর সাধককে মননিত ও নির্বাচিত বান্দাদের শ্রেণীতে নতিভুক্ত করবে। পক্ষান্তরে তা বর্জন করলে অথবা সেটার প্রতি গুরুত্ব না দিলে ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়বে, ঈমান ও ইসলাম ভয়াবহ বিপদের সম্মুখিন হবে এবং মহান আল্লাহ-র ক্রোধ, গজব এবং লানতের শিকার হয়ে পড়বে। করুণাময় মহান আল্লাহ নিজের গজব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

এই ইবাদত যে রূপ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন তদ্রূপ সেটাকে উপযুক্ত ভাবে সাধনায় নিয়ে এলে অনেক নিয়মাবলীকে কার্যকর করা আবশ্যিক। এগুলির মধ্যে একটিকেও খুল করলে তা বাস্তবে ইবাদত বলে গণ্য হবে না। ক্রটিযুক্ত নামায আদায়কারী এটাই অনুভব করছেন যে, আমি আল্লাহ-র ফরজকে নিয়মিত আদায় করছি পরিশেষে এধরণের নামাযীদের পরিণাম এমনি না দাঁড়িয়ে যায় যেমন আল্লাহ পাক ইর্শাদ করেন, “ক্রান্তিকর সাধনা করবে পরিশেষে জ্বলন্তাগ্নিতে প্রবেশ করবে” (করুণাময় আল্লাহ নিজের আশ্রয়ে রাখেন) কাজেই একজন নামাযীকে পূর্ব থেকেই শতর্ক থাকতে হবে।

বিশুদ্ধ ও নিখুত ভাবে নামায আদায় করতে হলে কী কী উপায় গ্রহণ করতে হবে এবং কী কী জিনিস বর্জন করতে হবে? এ ব্যাপারে অবগতির জন্য একমাত্র বিশৃ আলেমগণের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত জরুরী। মহান আল্লাহ ইর্শাদ করেন, “যদি

তোমাদের কোনও বিষয়ে জ্ঞান না থাকে তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তিদের-কে জিজ্ঞেস কর” অথচ তারা এই অপূর্ব নীতি-কে এড়িয়ে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক নামায আদায় করছেন।

বড় দুঃখের সহিত বলতে বাধ্য যে, তারা জেনারেল শিক্ষার প্রতি যতটুকু মনযোগী ওতটুকু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি মনযোগী নন, বলে নামাযের অনেক ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা ক্রটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এগুলির মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা।

অনেকেই রীতি মত পায় চলা ফেরা করছেন সাইকেলে চেপে ২০/২৫ কিঃ মিঃ এর পথ অতিক্রম করছেন কিন্তু যখন নামাযের বিষয়টি সামনে আসছে তখন মসজিদে হাজির হয়ে চেয়ারে বসে নামায শুরু করে দিচ্ছেন। তাদের এই বোধটি আদৌ নেই যে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের নামায বিশুদ্ধ হচ্ছে কি না?

ফেক্বাহ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে পরিস্কার বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি রুকু-সাজদা করতে অক্ষম অথবা তার পক্ষে কেয়াম, রুকু এবং সাজদা করা কোনটিও সম্ভব নয় এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে পারে, তবে যদি তার জন্য জমিতে বসে নামায পড়া সম্ভব হয় তাহলে জমিতে বসেই নামায পড়বে। কারণ তা চেয়ারে নামায আদায় করা অপেক্ষা অনেক বিনয়তা, নস্তুতা ও একাগ্রতার পরিচায়ক এবং রেয়া ও অহংকার মুক্ত যা বিশুদ্ধ ও সহী নামাযের প্রকৃত ধর্ম। নামাযী সুস্থ হোক বা রোগাক্রান্ত জীবনের কোন মুহুর্তে তার জন্য নামায মাফ নেই। তবে ব্যধিগ্রস্তর জন্য অনেক সুবিধা রয়েছে সুতরাং কোন মুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হলে সে কি ভাবে নামায আদায় করবে? এ ব্যাপারে ফেক্বাহ শাস্ত্রের একাধিক গ্রন্থাবলী-তে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। তবে সে গুলি থেকে সাধারণ মুসলিম নর ও নারীদের জন্য সমস্যাগুলির সমাধান বার করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রয়োজন ছিল যে, এব্যাপারে এমনি একখানা পুস্তকের যা থেকে আমার বাংলাভাষী সাধারণ নর ও নারী-রা যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ! আমার স্নেহের ভাই মুফতী আব্দুল আযীয সাহেবকে দীর্ঘায়ু করেন। তিনি এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে “চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান” নামক এক খানা পুস্তক রচনা করলেন। পুস্তকটি আমি দ্রুত নযরে দেখলাম এবং বিষয় বস্তুর প্রমাণসহ যথেষ্ট বিবরণ দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। আশা করি প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা এথেকে উপকৃত হবেন।

এটি লেখকের প্রথম লিপিমূলক সেবা নয়; বরং এর পূর্বেও একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা সমাজ-কে দান করেছেন। মহান আল্লাহ-র কাছে দোয়া করি যে, তিনি লেখকের সমস্ত দ্বীনী খেদমত-কে কবুল করেন এবং তার জ্ঞান, বোধ, ভাষা এবং কলম-কে অগ্রগতি দান করেন এবং আগামীতে আরও বেশী বেশী করে ধর্মীয় সেবা করার তৌফীক দান করেন! আমীন।

ইতি

ওয়ালেয়ুল হক মিসবাহী

অভিমত

কোআন ও হাদীসের গবেষক, বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদক, হযরত মুফতী নূরুল আরেফীন রেজবী আযহারী বর্ধমান।

আধুনিক জাগরণশীল বাঙালী মুসলিম সমাজে আযীযে মিল্লাত হযরত আব্দুল আযীয সাহেব হলেন একজন উল্লেখযোগ্য লেখক। তিনি বাংলায় লিখতে যেমন পারদর্শী, তার চেয়েও অধিক পারদর্শী হলেন উর্দু ভাষায় লেখনীতে। তাঁর লেখনী পড়ে আমি খুবই আনন্দিত হই।

সাম্প্রতিক “চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান” পুস্তকটি হল তাঁর অনবদ্য লেখণীর মধ্যে একটি। যার মধ্যে আধুনিক একটি মাসআলা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আশা রাখি, পূর্বের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এটিও বাঙালী সমাজে বিপুল সাড়া জাগাবে।

মহান রব্বুর আলামীনের দরবারে দোয়া করি - হে আল্লাহ! তোমার হাবীবের ওসীলায় আযীযে মিল্লাত-কে হকু প্রচারে আরও বেশী বেশী তৌফীক দান কর।’ আ-মী-ন বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন।

ইতি

ফকীর নূরুল আরেফীন রেজবী আযহারী
২রা জিলহজ্জ ১৪৪২; ১৩ জুলাই ২০২১

অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের অবস্থা

نحمدك يا الله والصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى الك واصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اما بعد:

প্রথমত অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের অবস্থা গুলি জেনে নেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

প্রথম অবস্থা

কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না হয়। এই কারণে যে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে বড় ক্ষতি হবে অথবা অসুস্থতা বেড়ে যাবে অথবা সুস্থ হতে অধিক সময় লেগে যাবে অথবা মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা দাঁড়িয়ে নামায পড়লে প্রস্রাব এর ফোঁটা বেরিয়ে আসছে অথবা কঠিন ব্যথা প্রকাশ হচ্ছে যা সহ্য হীন হয়ে পড়ছে।

উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য বসে রুকু এবং সাজদা সহ নামায আদায় করবে। যেমন হানাফী মাযহাবের বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ "আল হিদায়া" ততে অসুস্থ ব্যক্তিদের নামায সম্পর্কে এই রূপ বর্ণনা রয়েছে।

”اذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد“ لقوله عليه الصلوة

والسلام لعمران بن حصين رضى الله عنه ”صل قائما فان لم تستطع فقايدا

فان لم تستطع فعلى الجنب تومئ ايماء“ ولان الطاعة بحسب الطاقة.

অর্থাৎ- অসুস্থ ব্যক্তি যখন দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তখন সে বসে রুকু সাজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বলেছেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। যদি তা না পারো তবে বসে পড়বে। যদি তা না পারো তবে পার্শ্বের উপর শয়ন করে ইস্তিতের মাধ্যমে পড়বে। তাছাড়া যুক্তি হল এবাদত ক্ষমতা অনুযায়ী হয়ে থাকে। (হেদায়া, বাবু সালাতিল মারিয, ১৬১ পৃঃ)

অতঃপর অসুস্থ ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার প্রতি সক্ষম না হয় তবে সে বসে পড়বে এবং বসার জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম জরুরী নয়, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যেভাবে সুবিধা হবে বসে নামায আদায় করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা

অসুস্থ ব্যক্তি যদি বসে নামায পড়ার প্রতি সক্ষম না হয় তবে সে শুয়ে ইশারায় নামায পড়বে। ডান পার্শ্বে অথবা বাম পার্শ্বে কাত হয়ে শুয়ে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়বে, অথবা চিত ভাবে শুয়ে পা দু'টো পশ্চিম দিকে করে হাঁটু দু'টো মুড়ে খাড়া করে দিবে এবং মাথার নিচে বালিশ দিয়ে উঁচু করে রাখবে যাতে মুখ পশ্চিম দিকে হয়ে যায় এটাই উত্তম তরিকা। যেমন "হেদায়া" গ্রন্থে আছে,

”وان لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه الى القبلة
واوأمأ بالركوع والسجود“ لقوله عليه الصلوة والسلام ” يصلى
المريض قائمافان لم يستطع فقاعدا.“ (الحديث)

অর্থাৎ- আর যদি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুইবে এবং দু'পা কিবলামুখী করবে এবং ইশারায় রুকু সাজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে যদি তা না পারে তাহলে বসে আদায় করবে।

টীকা লেখক লিখেছেন (চিত হয়ে শুয়ে নামায আদায়কারীদের জন্য উত্তম তরিকা হলো দুই হাঁটু মুড়ে দাঁড় করে রাখবে পা লম্বা করবে না, কারণ কাবা শরীফের দিকে পা প্রশস্ত করা মাকরুহ।

তৃতীয় অবস্থা

অসুস্থ ব্যক্তি যদি মাথার ইশারা মাধ্যমেও নামায আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার জন্য নামায মাফ হয়ে যায়। যেমন "হেদায়া" গ্রন্থে আছে,

”فان لم يستطع الايماء براسه اخرت الصلوة عنه ولا يومئ بعينه
ولا بقلبه ولا بجابيه“

অর্থাৎ- যদি অসুস্থ ব্যক্তি মাথা দিয়ে ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে তার নামায বিলম্বিত হবে। কিন্তু চোখ দ্বারা, অন্তর দ্বারা বা চোখের ভুরু দ্বারা ইশারা করা যাবে না। (হেদায়া, ১৬১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يصلى المريض قائمافان لم يستطع قاعدا فان لم يستطع فعلى قفاه
يومئ ايماء فان لم يستطع فالله تعالى احق بقبول العذرمنه.

অর্থাৎ- অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে, যদি তা না পারে তাহলে বসে আদায় করবে, যদি তা না পারে তাহলে চিত হয়ে ইশারায় আদায় করবে, যদি তাও না পারে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওজর কবুল করার অধিক হকদার। (আল-হাদীস)।

চতুর্থ অবস্থা

অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু সাজদা করতে অথবা রুকু সাজদা উভয় আদায় করতে সক্ষম নয়। যেমন গলায় যদি ফোঁড়া থাকে, যা সাজদা করতে গেলে বয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারবে।

যেমন "হেদায়া" গ্রন্থে আছে,

وان قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام
ويصلى قاعدا يومئ ايماء“ لان ركنية القيام للترسل به الى السجدة
لما فيها من نهاية التعظيم فاذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير
والا افضل هو الايماء قاعدا لانه اشبه بالسجود.

অর্থাৎ- যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু সাজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কেয়াম করা (দাঁড়ানো) জরুরী নয়; বরং বসে ইশারায় (রুকু-সাজদা) করে নামায আদায় করবে। কেননা কেয়াম রুকন হয়েছে সাজদায় যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে। কারণ কেয়াম থেকে সাজদায় যাওয়ার মধ্যে চূড়ান্ত তাজীম প্রকাশ পায়। সুতরাং কিয়ামের পরে সাজদা না হলে তা রুকন রূপে গণ্য হবে না। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তিকে ইখতেয়ার (স্বাধীনতা) দেওয়া হবে। তবে

উত্তম হলো বসা অবস্থায় ইশারা করা। কেননা তা সাজদার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। (হেদায়া, ১৬২ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অবস্থা

কিছুক্ষণ দাঁড়াতে সক্ষম তারপরে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে কিন্তু রুকু এবং সাজদা আদায় করার প্রতি সক্ষম নয়।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিও বসে বসে ইশারায় রুকু ও সাজদা আদায় করবে।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার কারণসমূহ

উপস্থিত সময়ে চেয়ারে বসে নামায পড়ার একাধিক কারণ উপস্থাপন করা হচ্ছে পাঠকবৃন্দের বোঝার স্বার্থে উক্ত কারণসমূহ বর্ণনা করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

প্রথম কারণ

চেয়ারে বসে নামায পড়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ এটা বয়ান করা হচ্ছে যে "অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় যদিও রুকু এবং সাজদা আদায় করতে সক্ষম।" তার জন্য সে চেয়ারে বসে নামায পড়ে।

উক্ত ব্যক্তি দাঁড়াতে না পারলে জমিতে বসে রুকু এবং সাজদা আদায় করে নামায আদায় করবে তার জন্য চেয়ারে বসা ঠিক হবে না। কারণ চেয়ারে বসে নামায আদায় করা অপেক্ষা মাটিতে বসে নামায আদায় করা সাজদার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ।

দাঁড়িয়ে নামায পড়ার গুরুত্ব

হুজুর মুফতী আমজাদ আলী আজমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,"

ফরজ, বিতর, দুই ঈদের নামায এবং ফজরের সুনুত-এ দাঁড়ানো ফরজ। সঠিক ওজর(কারণ) ছাড়া ওসব নামায বসে পড়লে হবে না। (বাহারে শরীয়ত,

৩ খন্ড)

হাদীস- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضي الله عنه) قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

হযরত ইমরান ইবনু হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর খিদমতে নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেনঃ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পার তাহলে শুয়ে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নম্বর ১১১৭)

✽ হযরত আব্বাস ইব্রাহীম হালবি আলাইহির রহমাহ লিখেছেন,
 (والثانية) من الفرائض (القيام ولو صل الفريضة قائدا مع القدرة على القيام لا تجوز) صلاته.

অর্থাৎঃ- নামাযের ফরজ সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ফরজ হল কেয়াম (দাঁড়ানো)। যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ফরজ নামায বসে আদায় করে তাহলে তার সেই নামায শুদ্ধ হবে না। (হালবী কাবীর, ২৬১ পৃষ্ঠা)।

✽ ওয়াফি" গ্রন্থের নোট "কাফী" গ্রন্থে আছে,
 ان لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام

অর্থাৎঃ- যদি অল্প কষ্ট হয় তাহলে কেয়াম(দাঁড়ানো) ত্যাগ করা জায়েজ হবে না।

✽ তাবঈনুল হাক্বায়েক্ব-এ আছে,
 لو قدر على القيام متكئا (قال الحلواني) الصحيح انه يصلى قائما متكئا ولا يجزيه غير ذلك وكذلك لو قدر ان يعتمد على عصا وعلى خادم له فانه يقوم ويتكى.

অর্থাৎঃ- যদি সাহায্যের সহিত কেয়াম করতে সক্ষম হয় (হালওয়ানী বলেছেন) তাহলে সঠিক এটাই যে সাহায্যের সহিত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে।

তাছাড়া তার নামায শুদ্ধ হবে না। অনুরূপ যদি লাঠি অথবা খাদেম এর সাহায্যে দাঁড়ানো সম্ভব হয় তাহলে দাঁড়াবে এবং সাহায্যের সহিত নামায আদায় করবে। (ফাতাওয়া রেজবীয়া, ৬ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

❁ হুজুর সাদরুশ-শারিয়া মুফতী আমজাদ আলী আজমি আলাইহির রহমাহ "বাহারে শরীয়ত" গ্রন্থে লিখেছেন,
"যদি কোনো ব্যক্তি জামাতের জন্য মসজিদে যাবার পরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার প্রতি সক্ষম না হয় এবং সে যদি বাড়িতেই নামায আদায় করে তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারবে তাহলে সেই ব্যক্তি বাড়িতেই নামায আদায় করবে।"
(বাহারে শরীয়ত, ৩ খন্ড, ৫১০ পৃষ্ঠা, তানবীরুল আবসার, ২ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

❁ যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে সে শুধু দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলার প্রতি সক্ষমতা রাখে তাহলে তার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলা ফরজ, তারপর সে বসে নামায আদায় করবে। যদি সে এমনটা না করে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। (বাহারে শরীয়ত)

আল্লামা ইব্রাহীম হালবী আলাইহির রহমাহ লিখেছেন,

ولو قدر على بعض القيام لأكله لزمه ذلك القدر حتى لو كان لا يقدر الا على قدر التحريمه لزمه ان يتحرم قائمًا يقعد.

অর্থাৎ:- অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যদি পূর্ণ দাঁড়ানো সম্ভব না হয়, কিন্তু অল্পক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অনিবার্য। এত পর্যন্ত যে, সে শুধু দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা আদায় করার সক্ষমতা রাখে তাহলে তার জন্য এটা অনিবার্য যে, সে দাঁড়িয়েই তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে তারপর সে বসে নামায আদায় করবে। (হালবী কাবীর, ২৬২ পৃষ্ঠা)

❁ যদি লাঠি, খাদেম বা দেওয়ালের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো যায়, তখন দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরজ। (বাহারে শরীয়ত, ৩ খন্ড, সূত্র গুনীয়া)

কোন অবস্থায় "কেয়াম" মাফ হয়

❁ কানযুদ দাক্বায়েক" গ্রন্থে আছে,
تعذر عليه القيام او خاف زيادة المرض صلى قاعدايركع ويسجد

অর্থাৎ:- অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় অথবা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে বসে রুকু-সাজদা আদায় করবে। (কানযুদ দাক্বায়েক, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

❁ আল্লামা হালবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,
(ان عجز المريض عن القيام) عجزا حقيقيا او حكيميا كما اذا قدر حقيقة لكن يخاف بسببه زيادة مرض او بطؤ برء او يجد المأ شديدا (يصلى قاعدايركع ويسجد)

অর্থাৎ:- যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, তার কারণ যদিও ওজরে হাক্বিকী হোক অথবা ওজরে হুকমী; যেমন সে ব্যক্তি নিজে দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে অথবা বিলম্বে সুস্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে অথবা দাঁড়ানোর কারণে কঠিন ব্যথা অনুভব করে। তাহলে সেই ব্যক্তি বসে রুকু-সাজদা করে নামায আদায় করবে। (হালবী কাবীর, ২৬১ পৃষ্ঠা)

❁ "তানবীরুল আবসার" গ্রন্থে আছে,
(ومنها القيام فى فرض) وملحق به والسنة فجر فى الاصح (لقادر عليه) وعلى السجود، فلو قدر عليه بدون السجود ندب ايماءه قاعدا وكذا من يسيل جرحه لو سجد وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه اذا قام او يسلس بولها ويبدو ربع عورته او يضعف عن القراءة اصلا او عن صوم رمضان.

অর্থাৎ:- ফরজ নামায এবং তার সাথে সম্পৃক্ত তথা ওয়াজিব নামায এবং বিশুদ্ধ মতে ফজরের সুন্নত নামাযেও "কেয়াম" তথা দাঁড়ানো ফরজ, সেই ব্যক্তির

জন্য যে দাঁড়াতে সক্ষম। দাঁড়াতে সক্ষম থেকে বোঝানো হয়েছে সেই ব্যক্তি কে যে, কেয়াম এবং সাজদা উভয় আদায় করতে সক্ষম। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু সাজদা আদায় করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে তার জন্য বসে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। অনুরূপ সেই ব্যক্তি যার জখম(ঘা) আছে, সাজদায় গেলে জখম(ঘা) থেকে পুঁজ বেরিয়ে আসে। তার জন্যও বসে ইশারায় নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

কিছু ক্ষেত্রে বসে নামায আদায় করা অনিবার্য হয়ে পড়ে যেমন সেই ব্যক্তি যে দাঁড়ালে তার জখম(ঘা)থেকে পুঁজ বেরিয়ে পড়ে অথবা দাঁড়ালে পেছাবের ফোঁটা বেরিয়ে আসে অথবা সতরের চতুর্থাংশ খুলে যায় অথবা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে মোটেও কেবল (সূরা পাঠ) করতে পারবে না অথবা রমজান মাসের রোজা রাখতে পারবে না। উপরোল্লিখিত বিষয় সমূহের কারণে সেই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য বসে নামায পড়াই অনিবার্য।(তানবীরুল আবসার, ২ খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

❁ হুজুর সাদরুশ-শারীয়া মুফতী আমজাদ আলী আজমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

“যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম দাঁড়িয়ে পড়লে ক্ষতি সাধিত হবে বা রোগ বৃদ্ধি পাবে বা দেহিতে সুস্থ হবে বা মাথা সীমাহীন ব্যথা বা অসহ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হবে এসব অবস্থায় বসে বসে রুকু-সাজদা সহকারে নামায পড়বে।”(বাহারে শরীয়ত, ৪ খন্ড, অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের পরিচ্ছেদ)

❁ যে ব্যক্তি দাঁড়ালে রক্তের ফোঁটা আসে বা ক্ষতস্থান প্রবাহিত হয়, বসে পড়লে হয় না, তার জন্য বসে নামায পড়া ফরজ। যদি অন্য কোনও উপায়ে তা বন্ধ করতে না পারে দাঁড়ালেই চতুর্থাংশ সতর খুলে যায় বা মোটেই কেবল করতে পারছে না তখন বসে পড়বে আর যদি দাঁড়িয়েও কিছু করতে পারে তখন যতোটুকু দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম ততটুকু দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ।(বাহারে শরীয়ত, ৩ খন্ড, কেয়াম পরিচ্ছেদ)

❁ হুজুর সাদরুশ শারীয়া মুফতী আমজাদ আলী সাহেব লিখেছেন,

"আজকাল সাধারণতঃ এটা দেখা যায় যে সামান্য জুরাক্রান্ত বা কষ্ট অনুভূত হলেই বসে নামায পড়া শুরু করে দেয়, অথচ এসব লোকেরাই দশ পনেরো মিনিট বরঞ্চ তার চেয়েও বেশি পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা-বার্তায় ব্যস্ত থাকে, এসব মাসআলার ব্যাপারে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং যতগুলো নামায দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে আদায় করেছে তা পুনরায় আদায় করা ফরজ। অনুরূপভাবে এমনই যদি দাঁড়াতে না পারে কিন্তু লাঠি কিংবা দেওয়াল বা মানুষের সাহায্যে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল তা করেনি, সে নামাযও হয়নি। তা পুনরায় আদায় করা ফরজ। (বাহারে শরীয়ত, ৩ খন্ড, কিয়াম পরিচ্ছেদ)

প্রথম কারণের ধর্মীয় বিধান

চেয়ারে বসে নামা পড়ার প্রথম কারণ বর্ণনা করা হয়েছিল"অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় যদিও রুকু এবং সাজদা আদায় করতে সক্ষম।"তার জন্য সে চেয়ারে বসে নামায পড়ে।

উপরোল্লিখিত বিষয় কেয়াম এর গুরুত্ব এবং কখন কেয়াম মাফ হয় এই সংক্রান্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় সেই ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া সঠিক নয়। জমিতে বসেই রুকু- সাজদা করে নামায আদায় করবে।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার দ্বিতীয় কারণ,

কিছু নামাযী এই অসুবিধা বলে থাকে"আমি দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু এবং সাজদা আদায় করতে সক্ষম নয়।"

এই কারণে চেয়ারে বসে নামায পড়ি।

উক্ত ব্যক্তি যদি মাটিতে বসে রুকু এবং মাটিতে রাখা কোন এমন জিনিসের উপর সাজদা করতে সক্ষম হয় যার উচ্চতা বারো আঙ্গুল অথবা তার চাইতে কম; তাহলে তার জন্য এই ভাবেই নামায আদায় করা অনিবার্য। চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী "ফাতাওয়া শামী"র মধ্যে লিখেছেন,

ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلاً ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أولبنتين فهو سجود حقيقي بل يظهر لي انه لو كان قادر على وضع شئ على الارض مما يصح السجود عليه انه يلزم ذلك..

অর্থাৎ:- যদি জমিতে রাখা জিনিসটি এমন হয় যার প্রতি সাজদা করা সঠিক। যেমন পাথর; আর সেটি এক ইঁট অথবা দুই ইঁট-এর অধিক উঁচুও নয়। তার উপর সাজদা করলে হাকিকী (প্রকৃত) সাজদা হবে। বরঞ্চ আমার জ্ঞানে এটা প্রকাশ হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি জমিতে এমন কোন জিনিস রেখে সাজদা করতে সক্ষম হয় যার প্রতি সাজদা করা সঠিক(যেমন পাথর) তাহলে সেই ব্যক্তির উপর এমনটা করা অনিবার্য।(রাব্দুল মোহতার, ২ খন্ড, ৬৮৬ পৃষ্ঠা)

হুজুর সাদরুশ শারিয়া মুফতী আমজাদ আলী আজমী রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের লিখিত ফেঙ্কা শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব বাহারে শরীয়ত-এ লিখেছেন,

"কোন উঁচু জিনিস জমিনের উপর রেখে তার ওপর সাজদা করল রুকুর জন্য শুধু ইশারা করলো, হবে না বরং পিঠ সহ ঝুকালে শুদ্ধ হবে। তবে সাজদার শর্তসমূহ পাওয়া শর্ত। যেমন শক্ত জিনিসের উপর সাজদা করা এমন ভাবে কপাল লাগানো পুনরায় দাবাতে চাইলে দাবাবে না এবং তার উচ্চতা যেন ১২ (বারো) আঙ্গুল এর অধিক না হয়। উপরোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকার পর প্রকৃতপক্ষে রুকু - সাজদা পাওয়া গেল তাকে ইশারায়

নামায আদায় করী বলা যাবে না। দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী তার ইক্তেদা করতে পারবে। এ ব্যক্তি যখন এরূপভাবে রুকু-সাজদা করতে পারে এবং দাঁড়াতে সক্ষম হলে দাঁড়ানো তার উপর ফরজ। অথবা নামাযের মধ্যে দাঁড়াতে সক্ষম হলে তখন অবশিষ্ট নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ।

যে ব্যক্তি জমিনে সাজদা করতে পারে না কিন্তু উল্লোখিত শর্তের ভিত্তিতে কোন বস্তু জমিনে রেখে সাজদা করতে পারে তার জন্য সেভাবে সাজদা করা ফরজ। তার জন্য ইশারাই সাজদা করা জায়েজ নেই।যে জিনিসের উপর সাজদা করল তা যদি ঐরূপ না হয় প্রকৃতপক্ষে সাজদা হয়নি। বরং সাজদার জন্য ইশারা হলো। দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী ব্যক্তি তার ইক্তেদা করতে পারবে না। উক্ত ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে যায় তখন শুরু থেকে নামাজ পড়বে।"(বাহারে শরীয়ত, ৪ খন্ড, অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের পরিচ্ছেদ)

আর যদি উক্ত ব্যক্তি উক্ত নিয়মে রুকু- সাজদা করার প্রতি সক্ষম না হয় তাহলে সে মাটিতে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে তার জন্য দাঁড়ানো ফরয নয় এবং চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

আল্লামা ইব্রাহীম হালবী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

وان قدر المريض على القيام دون الركوع والسجود اى كان بحيث لوقام لا يقدر ركع يسجد لم يلزمه القيام عندنا بل يجوز ان يومي قاعدا وهو افضل.

অর্থাৎ:- অসুস্থ ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু এবং সাজদা আদায় করতে সক্ষম নয়, তাহলে হানাফী মতে তার প্রতি কিয়াম(দাঁড়ানো) অনিবার্য (ফরজ)নয়, বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারবে বরঞ্চ এটাই তার জন্য উত্তম। (হালবী কাবীর, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

সুতরাং উক্ত আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে উক্ত ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার তৃতীয় কারণ

কিছু নামাযী চেয়ারে বসে নামায পড়ার কারণ এটা বলে থাকে, "নামাযের নিয়মে বসতে সক্ষম নয় কারণ হাঁটুতে ব্যথা তা সত্বেও রুকু-সাজদা আদায় করতে সক্ষম।" তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ে।

👉 উক্ত ব্যক্তি যদি দো'জানু(নামাযে বসার নিয়মে) বসতে না পারে তবে চার জানু (যেভাবে আমরা খাবার সময় বসে থাকি) অথবা হাঁটু দাঁড় করে বসবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে পা দু'টো কেবলার দিকে প্রশস্ত করবে। তাও না হলে তার জন্য যেভাবে বসতে সুবিধা হবে সেই ভাবেই বসে নামায আদায় করবে।

অতঃপর যদি অসুস্থ ব্যক্তি জমিতে সাজদা করার প্রতি সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য জমিতে কপাল রেখে সাজদা করাই ফরজ। তা না পারলে জমিতে রাখা কোন এমন জিনিস যার উচ্চতা ১২ আঙ্গুল চাইতে কম তার উপর সাজদা করা জরুরী। উক্ত ব্যক্তি যদি এমনটা না করে তাহলে তার নামায হবে না।

🌟 ইমাম বাজ্জার নিজ "মুসনাদ"এ এবং ইমাম বাইহাকী "মারেফাত" গ্রন্থে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন,

ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً فراه يصلى على وسادة فاخذها فرمى بها، واخذعوداً ليصلى عليه فاخذته فرمى به، وقال صل على الارض

ان استطعت والا فاقوم واجعل سجودك اخفض من ركوعك.

অর্থঃ- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কোন রুগ্ন ব্যক্তির সেবা যত্নের জন্য উপস্থিত হলেন, দেখলেন বালিশের ওপর(সাজদা করে)নামায পড়ছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা(বালিশ) নিক্ষেপ করলেন, সেই একটি কাঠ নিল তার(উপর সাজদা করে) নামায পড়ছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাও নিক্ষেপ করলেন, ইরশাদ করলেন জমিনের উপর নামায পড়বে, যদি সমর্থবান হও, অন্যথায় ইঙ্গিতে পড়বে এবং সাজদা-কে রুকু থেকে অবনত করবে।(বাহারে শরীয়ত ৪ খন্ড, মাজমাউল আনহার, ১ খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)

🌟 হজুর সদরুশ শারীয়া মুফতী আমজাদ আলী আজমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,"বসে নামায আদায় করলে কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বসাটা জরুরী নয়। বরং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে যেকোন সহজ হবে সেভাবে বসবে। দো'জানু(নামাযে বসার নিয়মে) বসাটা যদি সহজ হয় বা অন্য কোনোভাবে বসা সমান হলে দো'জানু করে বসাটা উত্তম। অন্যথায় যেটা সহজ সেটা গ্রহণ করবে। (বাহারে শরীয়ত ৪ খন্ড)

সাজদার হাকীকত

সাজদার হাকীকত হল সাতটি হাড়-কে জমিনে রাখা। যেমন বুখারী শরীফে আছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكْفَى شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرُّجْلَيْنِ.

অর্থঃ- হযরত ইবনু 'আববাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাজদা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে নির্দেশিত হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পা।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বরঃ ৮০৯)

🌟 গুনীয়া" কেভাবে আছে,

السجده وهي فريضة تتأدى بوضع الجبهة والانف والقدمين واليدين والركبتين.

অর্থঃ- সাজদা হলো ফরজ। যা কপাল- নাক, দু'পা দু'হাত এবং দু'হাঁটু জমিনে রাখার মাধ্যমে আদায় হয়।(গুনীয়া ২৭৮ পৃষ্ঠা)

চেয়ারে বসে নামায পড়ার চতুর্থ কারণ

চেয়ারে বসে নামায পড়ার কারণ কিছু লোক এটা বলে থাকে, "আমি দাঁড়াতে সক্ষম নয় এবং দাঁড়িয়ে রুকু আদায় করতেও সক্ষম নয়, তবে বসে রুকু করতে পারি, কিন্তু ব্যথার কারণে জমিতে সাজদা করতে পারি না।"

উপরোক্ত অবস্থার ধর্মীয় কারণ সুস্পষ্ট, যেমন পূর্বে তার বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। জমিতে সাজদা করার ক্ষমতা না রাখা অবস্থায় জমিতে রাখা কোন এমন জিনিস এর উপর সাজদা করা জরুরী; যার উচ্চতা বারো আঙ্গুল অথবা তার চাইতে কম। এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে মাটিতে বসে রুকু করবে এবং সাজদার সময় রুকু থেকে বেশি অবনত হবে। সুতরাং এই অবস্থাতে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যদিও জায়েয হবে কিন্তু মাটিতে বসে নামায পড়াটা অধিকতর উত্তম।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার পঞ্চম কারণ

কোন ব্যক্তি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে দাঁড়াতে সক্ষম নয় এবং জমিতে অথবা জমিতে রাখা এমন কোন জিনিসের উপর সাজদা করতে সক্ষম নয় যার উচ্চতা বারো আঙ্গুল অথবা তার চাইতে কম। এমত অবস্থা হলে সেই ব্যক্তি মাটিতে বসে নামায আদায় করবে সাজদার জন্য রুকু থেকে একটু বেশি অবনত হবে।

তার জন্যেও চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যদিও বৈধ হবে কিন্তু মাটিতে বসে নামায পড়াটাই অধিকতর উত্তম।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার ষষ্ঠ কারণ

এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে নিজে নিজে বসতে সক্ষম নয় কিন্তু কেউ যদি তাকে বসিয়ে দেয় তাহলে সে বসে নামায আদায় করতে সক্ষম। অথবা নিজে নিজে বসে থাকতে সক্ষম নয় কিন্তু হেলান দিয়ে বসে নামায পড়তে পারবে।

উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে হুজুর সাদরুশ-শারীয়া মুফতী আমজাদ আলী আজমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "নিজে নিজে যদি বসতে না পারে তবে ছেলে, ক্রীতদাস বা সেবক বা কোন পরিচিত ব্যক্তি সেখানে আছে যিনি বসাইয়ে দিতে পারেন-তখন বসে পড়া জরুরী। আর যদি বসে থাকা না যায় তখন বালিশ, দেওয়াল বা কোন ব্যক্তির সাথে হেলান দিয়ে পড়বে। বসে পড়া যদি সম্ভব হয়, শুয়ে পড়লে নামাজ হবে না।" (বাহারে শরীয়ত ৪ খন্ড)

উক্ত অবস্থায় যদি নিজে নিজে বসে থাকতে পারে, অথবা হেলান দিয়ে বসে নামায আদায় করতে পারে তাহলে তার জন্যে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমতি হবে। তবে যদি মাটিতে বসে নামায আদায় করা কোন রকম সম্ভব হয় যেমন পিছনে বালিশ দিয়ে বা দেওয়ালে হেলান দিয়ে ইত্যাদি তাহলে তার জন্যে চেয়ারে বসা অপেক্ষা মাটিতে বসে নামায আদায় করাটাই উত্তম। কারণ মাটিতে বসে নামায আদায় করাটা সাজদার সাথে বেশি সাদৃশ্য রাখে।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার সপ্তম কারণ

চেয়ারে বসে নামায পড়ার কারণ কিছু লোক বলে থাকে "কোমরে ব্যথার জন্যে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে।"

উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

১) সে ব্যক্তি যদি মাটিতে কপাল রেখে সাজদা করতে সক্ষম হয়। অথবা মাটিতে রাখা কোন এমন জিনিসের উপর সাজদা করতে সক্ষম হয় যার উচ্চতা ১২ আঙ্গুল অথবা তার চাইতে কম। তাহলে তার জন্যে যেভাবে বসা সম্ভব সেভাবেই মাটিতে বসে কপাল রেখে সাজদা করা ফরজ। চেয়ারে বসে বসে নামায আদায় করলে নামায হবে না।

২) সে যদি দাঁড়াতে এবং মাটিতে কপাল রেখে সাজদা করতে সক্ষম হয় তাহলে যতক্ষণ দাঁড়াতে সক্ষম হবে দাঁড়াবে যদিও শুধু তাকবীর বলার সমপরিমাণ দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে সে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে তাহরিমা বেঁধে সুবিধা মতো জমিতে বসে রুকু- সাজদা আদায় করবে।

৩) সে সাজদা করতে সক্ষম কিন্তু নিজে নিজে দাঁড়াতে সক্ষম না, কোন সাহায্য পেলে দাঁড়াতে পারবে। তাহলে যেভাবে সম্ভব দাঁড়াবে। যেমন দেওয়ালের সাহায্যে অথবা কোন লোকের সাহায্যে যতক্ষণ সম্ভব দাঁড়াবে। তারপর বসে রুকু-সাজদা আদায় করবে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা সঠিক হবে না।

৪) সে ব্যক্তি যদি কোন মতেই জমিতে অথবা জমিতে রাখা কোন এমন জিনিসের উপর সাজদা করতে সক্ষম নয়; যার উচ্চতা বারো আঙ্গুল অথবা তার চাইতে কম। অথবা জমিতেও কোন মতেই বসতে সক্ষম নয়। সেই ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করার সুযোগ রয়েছে। তবুও যতটা সম্ভব জমিতেই বসে নামায পড়ার চেষ্টা করবে। কারণ চেয়ার অপেক্ষা জমিতে বসে নামায আদায় করা সাজদার সাথে অধিকতর সাদৃশ্য।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার অষ্টম কারণ

চেয়ারে বসে নামায পড়ার কারণ কিছু লোক বলে থাকে, "আমার জন্য সামনে ঝুঁকা-টাই নিষেধ।" তার জন্য আমি চেয়ারে বসে নামায আদায় করি।

উক্ত ব্যক্তিকে যদি এমন কোন রোগ হয়ে থাকে যেমন "স্পন্ডিলাইটিস, আর্থ্রাইটিস(শিরদাড়ার অসুখ বা বাত ব্যাথা জনিত অসুখ) যার কারণে সামনে ঝুঁকলে তথা ঝুঁকে রুকু এবং সাজদা আদায় করলে অসুস্থতা অধিক বেড়ে যাবে অথবা দেরিতে সুস্থ হওয়ার অধিক আশঙ্কা আছে। তাহলে উক্ত ব্যক্তি

জমিতে বসে ইশারাই রুকু-সাজদা আদায় করে নামায আদায় করবে। তার জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা বৈধ হবে কিন্তু জমিতে বসে পড়াটা বেশী উত্তম।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার ক্ষতি সমূহ

প্রথম ক্ষতিঃ- চেয়ারে বসে নামায পড়লে নম্রতা ও বিনয়তা কম হয়। কিন্তু নামাযের প্রত্যেকটা রুকন আন্তরিকতা, নম্রতা ও বিনয়তার সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে জমিতে সাজদা করলে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনয়তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রকাশ হয়,

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কোন রুগ্ন ব্যক্তির সেবা যত্নের জন্য তাশরিফ নিলেন, দেখলেন বালিশের ওপর নামায পড়ছে অর্থাৎ সাজদা করছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিষ্কেপ করলেন, সে একটি কাঠ নিল তাতে নামায পড়ছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাও নিষ্কেপ করলেন, ইরশাদ করলেন জমিনের উপর নামায পড়বে, যদি সমর্থবান হও, অন্যথায় ইঙ্গিতে পড়বে এবং সাজদা-কে রুকু থেকে অবনত করবে।" (বাহারে শরীয়ত ৪ খন্ড, পরিচ্ছেদঃ অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বর্ণনা)

দ্বিতীয় ক্ষতিঃ- চেয়ারে বসে নামায পড়লে অহংকারে ভুক্ত হতে পারে। যা শরীয়তে অতি নিকৃষ্ট ব্যবহার। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর নিজ কেতাব "বুখারী শরীফ"-এ একটি হাদীস এনেছেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَلَى سُرُجَةٍ قَطُّ وَلَا حُبْرَةَ قَطُّ وَلَا أَكَلَ عَلَى جَوَانٍ قَطُّ قِيلَ لِقِتَادَةَ فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ.

অর্থাৎঃ- হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও 'সুকুরজা' অর্থাৎ ছোট ছোট পাত্রে আহার করেছেন, তার জন্য কখনও নরম রুটি বানানো হয়েছে কিংবা তিনি

কখনো টেবিলের উপর আহার করেছেন বলে আমি জানি না। ক্বাতাদাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে তাঁরা কিসের উপর আহার করতেন। তিনি বললেনঃ দস্তুরখানের উপর। (বুখারী শরীফ হাঃ ৫৩৮৬)

বিঃদ্রঃ টেবিলের উপর পাত্র রেখে খাবার খাওয়া অহংকার প্রকাশ করে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে পর্হেজ করেছেন।

তৃতীয় ক্ষতিঃ- চেয়ারে বসে নামায পড়লে তাতে রিয়াকারী (লোকদেখানো কর্ম)-এর আশঙ্কা বেশি থাকে।

চতুর্থ ক্ষতিঃ- সমস্ত নামাযী থেকে উঁচুতে বসার কারণে সকল নামাযীর নজর তার উপর টিকে থাকে। যার ফলে তার সম্পর্কে কিছু মানুষের ধারণায় বিভিন্ন রকমের অপবাদমূলক বিষয় ভাসতে পারে।

পঞ্চম ক্ষতিঃ- জামাতের সময় কাতারে লাগতে গিয়ে চেয়ার হাতে উঠিয়ে ডানে বামে সরাতে কষ্টকর হয়ে পড়ে। অনেক সময় ফাঁকা থেকে যায়। আর এমনটা হলে নামাযে ব্যাঘাত ঘটবে।

ষষ্ঠম ক্ষতিঃ- সেই নামাযী চেয়ারে বসে নামায পড়ে সেখানেই চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, যার ফলে মোয়াজ্জেন অথবা ঝাড়ুদারের প্রতি দায়িত্ব বেড়ে যায়।

সপ্তম ক্ষতিঃ- যেভাবে অসুস্থতা বাড়ছে কিছুদিন পর মনে হচ্ছে পরিষ্কার মসজিদ ফার্নিচার- এ পরিণত হবে।

বিঃদ্রঃ

প্রত্যক্ষ রূপে যা অনুভব করতে পারা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত পায় হেঁটে আসার ক্ষমতা রাখে সেই ব্যক্তি মসজিদে এসে অবশ্যই জমিতে বসেই নামায আদায় করতে সক্ষম হওয়ায় স্বাভাবিক। তার জন্য জমিতে বসে জমিতে সাজদা করে নামায আদায় করাটাই ফরজ হবে। চেয়ারে

বসে নামায আদায় করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং অল্প কষ্ট, ব্যথা-বেদনা সহ্য করে জমিতে বসেই নামায আদায় করার প্রচেষ্টা করবে। অন্যথায় তার নামায ধ্বংস হবে।

কোন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায পড়তে পারবে

নামায আদায়কারী এতো দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, কোনরকম পদ্ধতিতেই জমিতে বসে নামায পড়তে সক্ষম নয়। যেমন নামাযের নিয়মে বসে, খাবার খেতে বসার নিয়মে, উভয় হাঁটু উঁচু করে, উভয় পা পশ্চিম দিকে প্রশস্ত করে ইত্যাদি। অথবা জমিতে বসে রুকু সাজদা আদায় করতেও পারে না। এককথায় কোনোমতেই যদি জমিতে বসা সম্ভব না হয় তাহলে সেই ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে পারবে।

জমিতে নামায আদায় করার গুরুত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কোন রুগ্ন ব্যক্তির সেবা যত্নের জন্য তাশরিফ নিলেন, দেখলেন বালিশের ওপর নামায পড়ছে অর্থাৎ সাজদা করছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিক্ষেপ করলেন, সে একটি কাঠ নিল তাতে নামায পড়ছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাও নিক্ষেপ করলেন, ইরশাদ করলেন জমিনের উপর নামায পড়বে! যদি সমর্থবান হও, অন্যথায় ইঙ্গিতে পড়বে এবং সাজদা-কে রুকু থেকে অবনত করবে।" (বাহারে শরীয়াত ৪ খন্ড, পরিচ্ছেদঃ অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বর্ণনা)

চেয়ারে লাগানো তক্তার ওপর সাজদা করার বিধান

কিছুই এমন চেয়ার উঠেছে যাতে সামনে দিকে সাজদা করার জন্য একটা তক্তা অথবা ছোট একটি ফালি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে নামাযের সময় চেয়ারে

বসে সেটা ফেলে দিয়ে তার ওপর সাজদা করা হয়, সাজদা করা হলে ওটা-কে আবার মুড়ে দেওয়া যায়।

উল্লিখিত নিয়মে সাজদা করা বৈধ হবে না, কারণ শরীয়তের মসলা হল যে অসুস্থ ব্যক্তি জমিতে সাজদা করতে সক্ষম অথবা জমিতে রাখা কোন এমন জিনিস এর উপর সাজদা করতে সক্ষম হয় যার উচ্চতা ১২ আঙ্গুল অথবা তার চাইতে কম। তার জন্য জমিতে অথবা উল্লিখিত জিনিসের উপরে-ই সাজদা করা অনিবার্য। এমনটা করলে সেই অসুস্থ ব্যক্তিকেও রুকু-সাজদা আদায়কারী নামাযীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। উক্ত ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ঠিক হবে না। চেয়ারে বসে নামায আদায় কারীদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই দেখা যায় যে সাজদা এবং কেয়াম (দাঁড়ানো)- এর ওপর ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং চেয়ারে লাগা তক্তা বা ছোট ফালির উপর সাজদা করে। উক্ত ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া-টাই তো সঠিক নয়; চেয়ারে লাগানো তক্তায় সাজদা করে নিজেকে রুকু-সাজদা সহকারে নামায আদায়কারী ভেবে নেওয়া চরম বেওয়াকুফি।

চেয়ারে বসে কিভাবে জামাতে নামায পড়বে

যে ব্যক্তি কোনমতেই জমিতে বসতে পারে না এবং জমিতে অথবা জমিতে রাখা কোন এমন জিনিসের প্রতি যার উচ্চতা বারো আঙ্গুল অথবা তার চাইতে কম; এর ওপর সাজদা করতে সক্ষম নয় সে ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার অনুমতি হবে। তবে পারতঃ পক্ষে জমিতে-ই বসে নামায পড়ার চেষ্টা করবে। তা যদি সম্ভব না হয় এক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে সে চেয়ারে বসে বসেই নামাযের সমস্ত রুকন; রুকু সাজদা ইত্যাদি আদায় করবে। দাঁড়ানো প্রয়োজন নেই। কারণ দাঁড়ালে লাইন থেকে আগে হয়ে যাবে আর যদি লাইনে দাঁড়াই তাহলে চেয়ার পিছনে হয়ে যাবে উভয় ক্ষেত্রে নামায মাকরুহ হবে। সুতরাং তাকে দাঁড়ানো প্রয়োজন নেই চেয়ারে বসে বসে-ই নামায সম্পূর্ণ করবে।

জামাতের ক্ষেত্রে চেয়ার কিভাবে রাখবে

- * চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী চেয়ার নিয়ে লাইনের যে কোন স্থানে লাগতে পারে কিন্তু ডানে অথবা বামে শেষ প্রান্তরে চেয়ার রাখাটা ভালো।
- * চেয়ারের পিছনের খুরা লাইনে রাখবে। যাতে পিছনে নামায আদায়কারীর কোন সমস্যা না হয়।
- * সে ব্যক্তি চেয়ারে বসে বসেই তাকবীর তাহরিমা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সমস্ত কর্ম আদায় করবে।
- * আগে থেকেই চেয়ার কাতারে রাখবে না। চেয়ারের উপযুক্ত ব্যক্তি যখন আসবে চেয়ার নিয়ে জায়গা মত জামাতে শরিক হবে।
- * আগে থেকেই প্রথম দিকে চেয়ার রেখে দিয়ে বিলম্ব করে এসে লোক-জন-কে সরিয়ে উক্ত চেয়ার পর্যন্ত যাওয়া বৈধ নয়।
- * কাতারে চেয়ারগুলি সবসময়ের জন্য রাখা যাবে না, তার জন্য মসজিদের বাইরে নির্দিষ্ট একটি জায়গা হওয়া প্রয়োজন। যার প্রয়োজন হবে সেখান থেকে নিয়ে নামায পড়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিবে।
- * নামায শেষে চেয়ারটিকে যথাস্থানে রেখে দেওয়া সেই ব্যক্তির-ই দায়িত্ব। ইমাম, মোয়াজ্জিন অথবা খাদেম-কে অযথা দায়ী করবে না।

وماتوفيقى الابالله العلى العظيم

وماعليناالابلاغ المبين

ইতি

আব্দুল আযীয কালিমী

০১/০৬/২০২১

নামাযের ফিদয়া(বদলা)

যে ব্যক্তির নামায ক্বাযা হয়ে গেল এবং সে মৃত্যু বরণ করল তখন অসিয়ত করে থাকলে এবং সম্পদ রেখে গেলে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা প্রত্যেক ফরজ ও বিতরের পরিবর্তে অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' জব (অর্থাৎ ২ কেজি ৪৫ গ্রাম গম অথবা তার বাজার দাম) সদকা করবে। সম্পদ রেখে না গেলে উত্তরাধিকারিগণ ফিদয়া দিতে চাইলে নিজের কিছু মাল অথবা ধার নিয়ে মিসকিন-কে দান করে তার মালিকানায় দিবে এবং মিসকিন নিজ পক্ষ থেকে আবার দানকারীকে তা দান করবে এবং সে তা গ্রহণও করবে। তার পর সে আবার মিসকিনকে দিবে। এভাবে দেওয়া নেওয়া করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সব ফিদয়া যেন আদায় হয়ে যায়। আর যদি সম্পদ রেখে যায় কিন্তু তা যথেষ্ট নয় তখনও এরূপ করবে। আর যদি অসিয়ত না করে অভিভাবক নিজ পক্ষ থেকে অনুগ্রহ পূর্বক ফিদয়া দিতে চায়, দেবে।

মালের এক তৃতীয়াংশ(ফিদয়ার জন্য) যথেষ্ট কিন্তু (মৃত ব্যক্তি) অসিয়ত করেছে যে, সম্পদ থেকে অল্প নিয়ে হেরা ফেরি(হিলা) করে ফিদয়া যেন পূর্ণ করা হয়,আর অবশিষ্টাংশ যদি ওয়ারিশ বা অন্য কেউ নিয়ে ফেলে তখন গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়ত ৪ খণ্ড,)

মৃত ব্যক্তি অলি-কে তার পরিবর্তে নামায পড়ার অসিয়ত করেছে তাই তা পড়েছে এটা যথেষ্ট নয়।এভাবে রুগ্ন অবস্থায় ফিদয়া দিলে আদায় হবে না।(বাহারে শরীয়ত ৪ খণ্ড)

কোন কোন অনবগত ব্যক্তি এভাবে ফিদয়া দিয়ে থাকে যে, নামাযের ফিদয়ার হাদয়া নির্ধারণ করে সবগুলোর বিনিময়ে কুরআন মাজীদ প্রদান করে থাকে এভাবে সম্পূর্ণ ফিদয়া আদায় হবে না। এটা একদম ভিত্তিহীন কথা, বরং কুরআন মাজীদের হাদিয়া যতটুকু ততটুকু পরিমান ফিদয়া আদায় হবে।(বাহারে শরীয়ত ৪ খণ্ড)

ফিদয়া আদায়ের হিলা

মৃত ব্যক্তির বয়স জেনে নেওয়ার পর মেয়েদের জন্য ৯ (নয়) বছর,আর ছেলেদের জন্য ১২ (বারো) বছর, বাদ দিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট যত বছর বেঁচে যাবে হিসাব লাগিয়ে দেখতে হবে যে, কত বছর উক্ত মারহুম মারহুমা (মৃত ব্যক্তি) নামায পড়েনি অথবা রোযা রাখেনি অথবা কত ওয়াজের নামায এবং কত দিনের রোযা তার ক্বাযা হয়েছে। অনুমান থেকেও কিছু বেশী হিসাবে ধরেনিতে হবে। বরং চায়লে নাবালক বয়স ছেড়ে সারা জীবন নামায ও রোযা ক্বাযা ধরে নিলে আরও ভালো হবে। তার পর প্রত্যেক (ফরজ ও ওয়াজিব) নামাযের পরিবর্তে একটা করে ফেৎরা পরিমান আদায় করতে হবে। আর একটা ফেৎরা পরিমান হল ২ কিলো ৪৫ গ্রাম গম অথবা আটা অথবা তার বাজার মূল্য।

সুতরাং এক দিনের নামাযের সংখ্যা হচ্ছে ৬ (ছয়); পাঁচটা ফরজ এবং একটা বেতর। এবার ২ কিলো ৪৫ গ্রাম গমের মূল্য যদি ১২ টাকা হয় তাহলে একদিন নামাযের ফিদয়া ৭২ টাকা হবে এবং এক মাসের ২,১৬০ টাকা এবং বারো মাসের ২৫,৯২০ টাকা হবে। এখন যদি কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি পঞ্চাশ বছরের নামায ক্বাযা থাকে তাহলে তার ফিদয়া আদায়ের জন্য ১২,৯৬০০০ টাকার প্রয়োজন হবে। সুতরাং এত বড় সংখ্যা টাকা দিয়ে ফিদয়া আদায় করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অতঃপর সাধ্যশক্তি কুলিয়ে না উঠার কারণে আলেম সম্প্রদায় শরীয়ত সম্মত হিলা খুঁজে বের করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ৩০ দিন নামাযের ফিদয়া ২১৬০ টাকা ফিদয়া আদায়ের নিয়ত করে কোনও ফকির-কে দিয়ে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। উক্ত টাকা দিয়ে ৩০ দিন নামাযের ফিদয়া আদায় হয়ে গেল। এবার ঐ ফকির যে ব্যক্তি তাকে টাকা দিয়ে ছিল তাকেই আবার উক্ত টাকা হেবা অর্থাৎ দান করে দিবে। এসব করার কারণে দু'জনই সমান সমান নেকীর অংশীদার হবে। ফকিরের কাছ থেকে টাকা কবজা (হাতে) নিয়ে নেওয়ার পর আবার ফকিরকে ৩০ দিন নামাযের ফিদয়া আদায়ের নিয়ত করে উক্ত টাকার মালিক করে দিতে হবে। এরূপ হেরফের করতেই থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত

তার পূর্ণ জীবনের সমস্ত নামাযের ফিদয়া আদায় না হয়েছে। এই করে সমস্ত জীবনের ফিদয়া আদায় হয়ে যাবে।

৩০ দিনের টাকা দিয়ে হিলা করা এটা কোনও নির্ধারিত শর্ত নয়। এটা শুধু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল। যদি কারও নিকট ৫০ পঞ্চাশ বছরের ফিদয়ার টাকা উপস্থিত থাকে তাহলে এক বারেই আদায় হয়ে যাবে। আরও মনে রাখতে হবে যে, গমের মূল্য বর্তমান বাজার দরের প্রতি নির্ভর করবে। অনুরূপ ক্বাযা রোযার ফিদয়াও হচ্ছে একটা ফেতরা সমান। নামাযের ফিদয়া আদায় করার পর রোযারও ফিদয়া এই ভাবেই আদায় করা যেতে পারে।

সকলের জন্য ফিদয়া আদায় করা উচিত

মৃত ব্যক্তি খুব অভাবী হয় নেকীর জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ত্রাহি ত্রাহি করে। তাই তার অভিভাবকদের কর্তব্য হবে তার জন্য অধিক হারে ইসালে সাওয়াব করা সে গরীব হোক অথবা ধনী। সুতরাং তার অভিভাবকগণ যদি তার জন্য ফিদয়া আদায় করে থাকেন তাহলে মৃত ব্যক্তি অনেক উপকৃত হবে এবং ইন'শা-আল্লাহ সে ফরজের দায়িত্য থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং জাহান্নামের আযাব থেকেও বেঁচে যাবে। আর ওয়ারিশগণও অসংখ্য নেকীর অধিকারী হবেন। কিন্তু কিছু মুসলমান একটা কুরআন শরীফ মসজিদ অথবা মাদ্রাসায় দান করেই নিজেকে শান্তনা দিয়ে দিচ্ছে যে, আমি মৃত ব্যক্তির সমস্ত ফিদয়া আদায় করে দিলাম। এটা হচ্ছে তার অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা। (বিস্তারিত জান্তে 'ফাতাওয়া রেযবীয়া' ৮ম খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

মহিলাদের জেনে রাখা উচিত

মহিলাদের মাসিকের অভ্যাস যদি জানা থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী হিসাব করে নিবে। আর যদি জানা না থাকে তাহলে ৯ (নয়) বছর বয়স থেকে প্রতি মাসের তিন দিন বাদ দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ৯ (নয়) বছর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি মাসের তিন দিন “হায়েয” (পিরিয়ড)-এর জন্য বাদ দিয়ে দিতে হবে। তার পর যত দিন দাড়াবে তার ফিদয়া আদায় করতে হবে। কিন্তু মনে রাখবে মেয়েটি যতবার গর্ভবতী হয়েছে গর্ভ থাকা কালীন মাসগুলো থেকে “হায়েয” (পিরিয়ড)-এর দিনগুলো যেন আলাদা না করা হয়। কারণ সেই অবস্থায় মেয়েদের মাসিক আসে না তাই মাসিকের দিন কম করা যাবে না।

“নেফাস” (বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহিলাদের যে রক্তপাত হয়)- এ ক্ষেত্রে যদি মহিলার অভ্যাস জানা থাকে তাহলে সেই অভ্যাস হিসাবে নেফাসের দিনগুলো বাদ দিয়ে দিবে। আর যদি তার অভ্যাস জানা না থাকে তাহলে এক দিনও বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ নেফাসের সর্ব নিম্ন সময়সীমা বিষয়টা শরীয়তে উল্লেখ করে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। সম্ভবত এটাও হতে পারে যে, এক মিনিট রক্তক্ষরণ হল, তার পর সঙ্গে সঙ্গে পাক হয়ে গেছে। এককথায় নেফাসের সময়সীমা নির্দিষ্ট ভাবে জানা না থাকলে দিন কম করা যাবে না। (ক্বাযা নামায কে জরুরী আহকাম)

ইতি

মুহাম্মদ আব্দুল আযীয কালিমী

৫ জিলহজ্জ ১৪৪২ হিজরী

১৬ জুলাই ২০২১ রোজ শুক্রবার।